bZzb w`b

†Kv÷ wkÿv cÖKí¸i gwmK eyjwUb

জানুয়ারী ২০২২	৪র্থ বর্ষ	সংখ্যা ৩৯

gvbweK mnvqZv I mvov cÖ`vbi Ask wn‡m‡e, BDwb‡m‡di Avw_©K I KvwiMwi mn‡hvwMZvq ÒwkÿvcÖKí¸iÓ AvIZvq †Kv÷ dvD‡Ûkb ‡iwn½v wkï‡`i cÖK cÖvgK Ges Abvbyôvwb K wkÿv cÖ`vb Ki‡Q| K¨v¤ú-14 ‡Z †Kv÷ dvD‡Ûk‡bi 84 wU jvwb©s‡m›Uvi i‡q‡Q| †hLv‡b 6230 Rb wkÿv_©x Avb›``vqK cwi‡e‡k gvbm¤§Z wkÿv MÖnY Ki‡Q|

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহের সাথে মিল রেখে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ কৃমিনাশক মেবান্ডজল ৫০০ মিগ্রা সেবন করানো হয়েছে। ছবি – পিও।

RvZxq Kwg.wbqš¿b mßv‡ni mv‡_ wgj †i‡L ‡iwn½v K¨v‡¤úi 5 †_‡K 16 eQi eqmx mKj wkï‡K 1 †WvR KwgbvkK Jla (†gevÛRj 500 wgMÖ) fi‡c‡U †meb Kiv‡bv n‡q‡Q|

নামঃ লভিবা সুলতানা, লেভেল– ২।
কি খাইয়্যঃ বন্দাপুকের দাওয়াই।
ফায়েদা জানোনিঃ পেডর ভিতর হারাপ পুক মরি যাইলই আরা ভালা থাইক্কম।

‡Rmwgb: GKRb AvBKwbK fjvw›Uqvi n‡q IVvi Mí

জেসমিন আক্তার তার পরিবার ২০১৭ সালে শরনার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসে। ২০১৮ সালে কোস্ট ফাউনেডশনের কর্মীরা তাকে নেপচুন লার্নিং সেন্টারে ভর্তি করান। কোভিডের প্রথম বন্ধের সময় সে লেভেল–৩ এর শিক্ষার্থী ছিল। পড়ালেখায় মনযোগী হওয়ার কারনে নিয়মিত পড়ালেখার বাইরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে শিক্ষকগনের কাছে আসত এবং শিক্ষকগন ও তাকে সমাধান করে বুঝিয়ে দিত।। লার্নিং সেন্টারের পড়ার পাশাপাশি সে গল্প, উপন্যাস ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়ত।

২০২০ সালের অক্টোবর মাসে ব্রাক মাঠ পর্যায়ে তাদের সিএসএফ প্রকল্পের জন্য মাঠ পর্যায়ে রোহিঙ্গা ভলেন্টিয়ার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিলে সে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়। ব্রাকে কাজ করার সময় তার দক্ষতা ও জীবন বোধ সহকর্মীদের প্রভাবিত করতে শুরু করে। ২০২১ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কনসার্ন তাকে তাদের সাথে কাজ করার অফার দেয় এবং ভালো সুযোগ সুবিধার কারনে জেসমিন ব্রাক ছেড়ে এখানে যোগদান করে; সে এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কনসার্নের একজন আইকনিক ভলেন্টিয়ার।

জেসমিন; কর্মক্ষেত্রে এক নিষ্ঠাবান কর্মী। ছবি – বিএলআই।

জেসমিন বলেন– আমরা বাস্তুচ্যুত হওয়ার পর পড়ালেখার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু এখানে আসার পর ইউনিসেফ এবং কোস্টের সহযোগীতায় আমাদের নুন্যতম শিক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। শুধু নুন্যতম শিক্ষা বললে কম হবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে আমাদের দক্ষ করে তুলেছে যে আমরা পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহন থেকে শুরু করে কমিউনিটিতে ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছি।

cÖwZ¨K wkïi g‡a¨ mß wKQz†gav _v‡K

নূর হুদা কোস্ট ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত জেসমিন লার্নিং সেন্টারের একজন শিক্ষার্থী। নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে বাড়ীপরিদর্শন কালীন সময়ে সে কোস্ট ফাউন্ডেশনের কর্মীদের নজরে আসে। হুদাকে লার্নিং সেন্টারে ভর্তি করানো হয়। হুদার বাবা সেন্টারের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ছেলের পড়ালেখার জন্য বাড়ীতে সময় দেওয়া শুরু করেন। হুদা নিয়মিত সেন্টারে আশা শুরু করে এবং সহপাঠীদের সাথে মিশতে শুরু করে। প্রথমে সে খুব চুপচাপ থাকতো এবং সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা সহ অন্য কাজে অংশগ্রহন করতে অনীহা প্রকাশ করত।

হুদার মেধার বহিপ্রকাশ ঘটে যখন তার শিক্ষক; মাহবুবুল আলম অবিষ্কার করেন যে পড়ালেখার পাশাপাশি সেন্টারের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ কিংবা বাগান করার কাজে সে বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষক তাকে পড়ালেখার পাশাপাশি অন্য যে কাজ করতে মন চায় সে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। একদিন সে তার শিক্ষককে নিজের হাতে তৈরী করা একটি খেলনা গাড়ী দেখান যেটি ছিলো অসাধারন কারুকাজের এক অনন্য বৈজ্ঞানিক মিশ্রন।

কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিক্ষা প্রকল্পের ম্যানেজার তার সহকর্মীদের সবসময় শিশুর ভিতরের সুপ্ত মেধা কে জাগ্রত করার উৎসাহ দিয়ে থাকেন। জীবন দক্ষতা উন্নয়নের সাথে কিভাবে প্রতিটি শিশুর ভিতরকে জাগানো যায় তা প্রকল্পের কর্মীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষনে শিখেছেন। হুদার প্রচেষ্টা দেখে তার সহপাঠীরা ও তার প্রশংসা করেছে এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছে। হুদার বাবা–মা বলেন – সে হয়ত বিজ্ঞানী হতে পারত কিন্তু আমরা নিপড়িত জাতি! কবে আমাদের অধিকার আদায় হবে আর আমাদের সন্তানেরা ফিরে দেশের উন্নয়নে কাজ করবে।

বাঁশ ও ব্যাগের পরিত্যাক্ত চাকা দিয়ে তৈরী গাড়ী নিয়ে নূর হুদা। ছবি – শিক্ষক।

AskxRb‡`i gZvgZ t Avgv‡`i c`‡ÿc

কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৬৩০২ জন বার্মিজ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে। শিক্ষার্থীদের একটা আবদার ছিল তাদের খেলার সামগ্রী প্রদানের। ইতিমধ্যে ইউনিসেফের সহযোগীতায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টায় শিশুদের খেলার সামগ্রী প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অবিভাকগন বলেন – আমাদের সম্প্রদায় কখনই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বাড়ির বাইরে বাহির হওয়ার অনুমোদন দেয়না এবং এই কারণে যদি তাদের জন্য বাড়িতে বা আলাদা শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার কোনও

শিক্ষার্থীদের অবিভাবকগন মনে করেন সমšি^ত শিক্ষা ব্যাবস্থা শিশুদের আরো দক্ষ করে তুলবে। ছবি – পিও।

ব্যবস্থা থাকে তবে দুর্দাšÍ হবে। এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য খুবই পরস্পরবিরোধী যেমন মক্তব বেস এডুকেশন এবং লার্নিং সেন্টার বেস এডুকেশন; যদি সমšি^ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় আমাদের শিশুদের জন্য গ্রহনযোগ্য হবে কারণ তারা সাধারণ শিক্ষাও পছন্দ করে।

কোস্ট শিক্ষা প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে সেক্টরকে অবিভাবকদের আবেদনের কথা জানিয়ে দিয়েছে। সেক্টর প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের জন্য একটা ডাটা বেস ˆতরী এবং পাইলটিং আকারে সেন্টার শুরু করার পরামর্শ দিয়েছে যা ক্যাম্প ইনচার্জ অফিস অনুমোদন ও দিয়েছে।

wbqwgZ wcZvgvZv mfv t wkÿv_©x‡`i Dcw¯'wZ †e‡o 78% n‡q‡Q

শিক্ষা প্রকল্পের লার্নিং সেন্টারগুলো পরিচালনায় অবিভাবকদের সহযোগীতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিমাসে পিতামাতা সভা করা হয়। সভা থেকে পিতামাতাগন সšÍানের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়। সভায় লার্নিং সেন্টারের সাথে পিতামাতার সম্পর্ক উbœয়নের উপর ও জোর দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ব্যাক্তি বর্গ বিভিbœ বিষয় অবগত হয় এবং কোভিডের মতো সচেতেনতা মূলক বার্তাগুলো পেয়ে থাকে। চাইল সেইফ গার্ডিং, পিএসিএ, লার্নিং সেন্টারের পরিবেশগত মান এবং অভিযোগ নিতিমালা সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত হতে পেরে অবিভাবকগন উৎসাহ এবং সম্মান বোধ

নিয়মিত পিতামাতা সভায় অংশগ্রহন করে অবিভাবকগন সšÍানের পড়্যালেখার খোজ রাখেন। ছবি – পিও।

করেন। নিজ দেশে অবহেলিত অবিভাবকগন শিক্ষিত জাতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। সšÍানের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি তা পিতামাতার জানা। নিজদের অধিকার আদায়ে এবং সুসংগঠিত করতে সšÍানের শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীরা লার্নিং সেন্টারে সময়মতো না আসলে পাঠ থেকে পিছন পড়ে যায় তাই পিতামাতার উচিত সšÍানদের সময়মতো সেন্টারে পাঠানো এবং তাদের বাড়ীর পড়াগুলো ˆতরী করে দেওয়া প্রয়োজনে শিক্ষকদের সহযোগীতা নেওয়া।

ক্যামব্রিজ লার্নিং সেন্টারের শিক্ষাথী ময়োলা এর পিতা সবো উল্লাহ পিতা–মাতা সভায় বলেন – তিনি তার সšÍানকে সময়মত সেন্টারে পাঠান কারন তিনি তার মেয়েকে শিক্ষিত করতে চান। ময়োলা নিয়মিত সেন্টারে আসছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি নিয়মিত খবর পেতে ইচ্ছুক। বাড়ীর কাজগুলো যেন শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষরা ও অবিভাবকদের দায়িত্বগুলো ভালোভাবে মনে করিয়ে দেন এবং সšÍান কি পড়ছে কি শিখছে তা খেয়াল রাখতে অনুরোধ করেন। ময়োলা তার লেভেলে ভালো করছে এবং নিয়মিত বাড়ীর কাজ ও সময়মত সেন্টারে আসছে। ময়োলার বাবার মতো অন্য অবিভাবকগন ও তাদের সšÍানের ব্যাপারে সতর্ক এবং নিয়মিত সšÍানকে সেন্টারে পাঠাচ্ছেন।

wbqwgZ evox cwi`k©‡bi d‡j wkÿv_©x‡`i wkÿvi cÖwZ wcZvgvZvi g‡bv‡hvM e„w× †c‡q‡Q

কাওছার এবং জহুরা দুভাই বোন। কোভিড কালীন সময়ে লার্নিং সেন্টারগুলো বন্ধ ঘোষনা করলে তারা পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। বার্মিজ ভাষা শিক্ষকগন ও তাদের পাত্তা পেত না।

কোভিড প্রতিবন্ধকতা কালীন সময় থেকে কোস্ট ফাউন্ডেশন কেয়ার গিভার লিড এড়ুকেশন পদ্ধতির গতি বৃদ্ধির জন্য বার্মিজ ভাষা শিক্ষকদের

পিতামাতা সšÍানের প্রথম শিক্ষক। কাওছার ও জহুরা তাদের মায়ের কাছে (নুর হাবা) পড়ছেন। ছবি – পিও।

দিয়ে নিয়মিত বাড়ী পরিদর্শনের কাজ চলমান রেখেছিলেন। নিয়মিত বাড়ী পরিদর্শনে পিতামাত কিভাবে নিজের সšÍানের পড়ালেখা চালিয়ে নিতে পারে সে ব্যাপারে আলোকপাত হরা হতো। এরপর বাড়ী পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় কাওছার ও জহুরা বাড়ীতে নির্দিষ্ট সময়ে পড়ালেখা করছে। তারা বার্মিজ ভাষা শিক্ষকদের থেকে বিভিbœ বিষয়ের সমাধান খুঁজছেন। লার্নিং সেন্টার পুনরায় খোলার পর তারা এখন নিয়মিত ওরেঞ্জ লার্নিং সেন্টারে আসছে। কাওছারের পিতা মাতা হোস্ট টিচার এবং বার্মিজ ভাষা শিক্ষক কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ক্রম	কাজের নাম	তারিখ
১	মাসিক শিক্ষক সভা	৮–৯ জানুয়ারী
২	মাসিক বার্মিজ ভাষা শিক্ষক সভা	১০ জানুয়ারী
৩	পিতামাত সভা	২৩–২৬ জানুয়ারী
৪	সেরা শিক্ষক পুরষ্কার	৭ জানুয়ারী

‡hvMv‡hvMt ‡gvevBj t 01762624808, B-‡gBj t **jasim.coast@gmail.com, WWW.COASTBD.NET**